৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৭

টপিক:
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও আরাকান রাজসভা, লোকসাহিত্য, কবিগান ও পুঁথিসাহিত্য এবং মর্সিয়া সাহিত্য।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

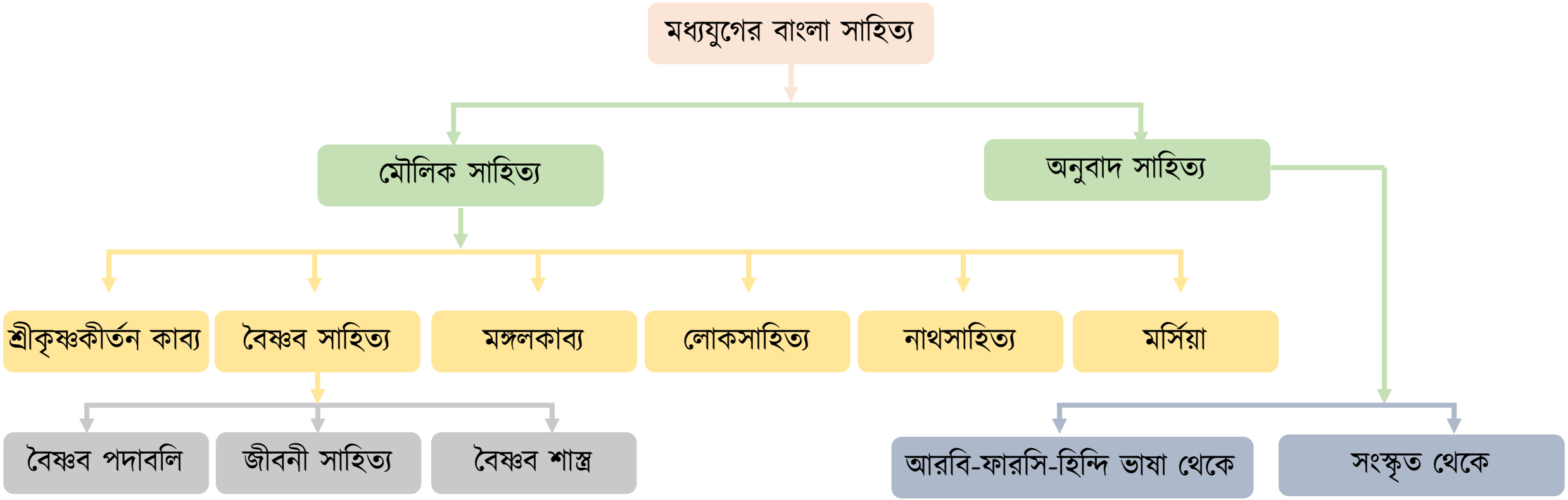

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পুঁথি আবিষ্কার :

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের অধিবাসী **বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া** জেলার বিষ্ণুপুর শহরের নিকটবর্তী **কাকিল্যা গ্রামে** দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা থেকে পুঁথিটি পান।

সম্পাদনা :

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) কলকাতার **"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ"** থেকে **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"** নামে সম্পাদনা করেন।

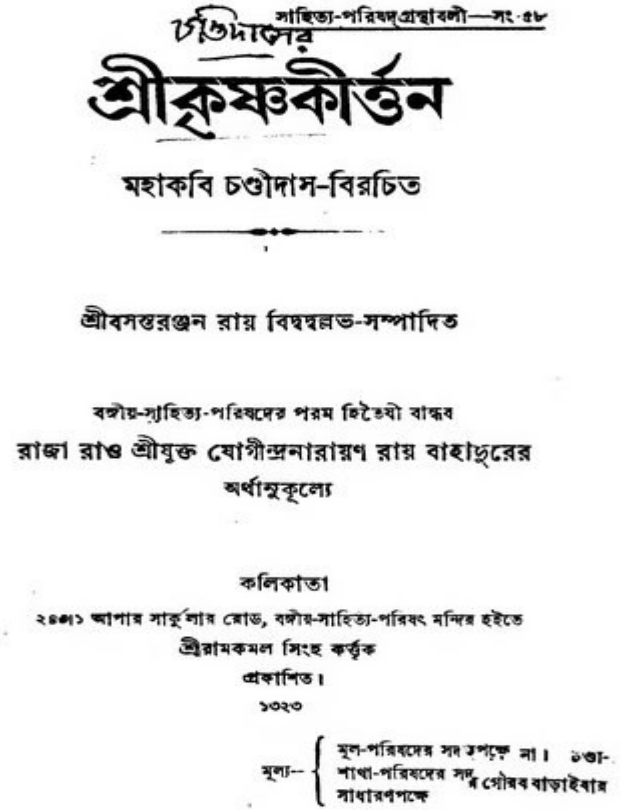

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৫৮

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী বান্ধব
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা
২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩২৩

মূল্য— মূল-পরিষদের সদস্যপক্ষে ... শাখা-পরিষদের সদস্য ... সাধারণপক্ষে ...

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পুঁথির নামকরণঃ

সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় নাম রাখেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। পুঁথির সঙ্গে একটি চিরকুট পাওয়া যায় এবং সেখানে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' বলে একটি কথা পাওয়া যায়। এ কারণে অনেকে মনে করেন গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'।

তিনি এই পুথির নামকরণ **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"** করলেও পুথির মধ্যে একটি চিরকুটে লিখিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামটি দৃষ্টে কোনও কোনও গবেষক পুথিটির নাম **"শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ"** রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন; যদিও নামটি সংশয়াতীত নয় বলে বর্তমানে কাব্যটিকে **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'** নামেই অভিহিত করা হয়।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেছেন,

"যতদিন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ নাম আবিষ্কৃত না হচ্ছে ততদিন সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রদত্ত এই নামটিই স্বীকার করতে হবে।"

পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট অনুসারে এই কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)। চিরকুটে লেখা ছিল :

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ — শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্বের ৯৫ পচানই পত্র হইতে একসত্ত দস পত্র পর্য্যন্ত এবং ১৬ শোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রী মহারাজা হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন। সন ১০৮৯

তাং ২৬ আশ্বিন
সন ১০৮৯
তাং ২১ আগ্রহায়ান
শুং কৃষ্ণপঞ্চানন কৃষ্ণসন্দর্ব্ব
১৬ পত্র দাখিল হইল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রচনাকাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রচনাকাল নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট পাওয়া যায়, যা ১০৮৯ বঙ্গাব্দের। সেই হিসেবে এটি ১৬৮২ সালের রচনা। তবে কাব্যটির রচনাকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানারকম মত দিয়েছেন যেমন-

- ✓ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে – 'এ পুঁথি ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত।'
- ✓ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়- এ কাব্যের ভাষা ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বের বলেছেন।
- ✓ ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে – লিপিকাল ১৪০০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে।
- ✓ যোগেশচন্দ্রের মতে, পুঁথির লিপিকাল ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে নয়।
- ✓ সুকুমার সেনের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর লিপিকাল আঠারো শতকের শেষার্ধ।
- ✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ।
- ✓ গোপাল হালদারের মতে- ১৪৫০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

খণ্ডঃ

বড়ুচণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যান কাব্য। প্রথম কাহিনি-কবিতা। এই কাহিনিটি মোট ১৩ খণ্ড এবং ৪১৮ পদে বিভক্ত-

১) জন্মখণ্ড,

২) তাম্বুলখণ্ড,

৩) দানখণ্ড,

৪) নৌকাখণ্ড,

৫) ভারখণ্ড,

৬) ছত্রখণ্ড,

৭) বৃন্দাবনখণ্ড,

৮) কালীয়দমনখণ্ড,

৯) বস্ত্রহরণখণ্ড,

১০) হারখণ্ড,

১১) বাণখণ্ড,

১২) বংশীখণ্ড

১৩) রাধাবিরহ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু

ভাগবতের কাহিনী অনুসরণে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম' কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত প্রেমলীলা অবলম্বনে বড়ু চন্ডীদাস রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। রাখা কৃষ্ণের প্রণয়লীলা এ কাব্যের মূল উপজীব্য। এ কাব্যের প্রধান চরিত্র ৩টি। যথা- রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি। কাব্যে রাধাকে জীবাত্মার প্রতীক এবং কৃষ্ণকে পরমাত্মার প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বড়ায়ি হলো রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতী এবং তাদের মিলনের অনুঘটক। একাব্যে মোট ১৩টি খণ্ড বা ছত্র রয়েছে। গঠন রীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত নাট্যধর্মী, তবে প্রকরণের দিক থেকে পদাবলি। এ কাব্যে রাধা কৃষ্ণ কোনো আধ্যাত্মিক প্রতীক নয় বরং রক্ত মাংসে গড়া সাধারণ মানুষের চরিত্র হিসেবেই ফুটে উঠেছে এবং এখানেই এ কাব্যের সার্থকতা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনি

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনিকে মানবীয় ভাবে ফুটিয়ে তুললেও মূলত রাধা-কৃষ্ণের আড়ালে ঈশ্বরের প্রতি জীব কূলের মিলনের চরম আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যের প্রধান চরিত্র ৩টি যথা- কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড ১৩ টি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চরিত্র বিশ্লেষণ

রাধা কৃষ্ণ ও বড়ায়ি—এই তিনটি চরিত্র অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি রূপায়িত হয়েছে।

রাধা- প্রধান চরিত্র রাধা-এ চরিত্র কেন্দ্র করেই কাব্যের আখ্যানবস্তুর বিকাশ ঘটেছে। রাধা চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে বড়ু চণ্ডীদাস যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। কাব্যের প্রথমে তাম্বুলখণ্ডে যে এগার বছরের রাধার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, সে সংসার অনভিজ্ঞ রূঢ় সত্যভাষিণী অল্পবয়সী অশিক্ষিত গোপ বালিকা। রাধাচরিত্রের বিবর্তন মনস্তাত্ত্বিক। বিভিন্ন খণ্ডের মাধ্যমে বিচিত্র প্রেমানুভূতি প্রকাশ পেয়ে বিরহখণ্ডে দেহমিলনের কামনা ব্যক্ত হয়েছে। রাধা চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ নারীচরিত্র অঙ্কনে ও তার প্রেমচেতনার পরিণতির প্রত্যেকটি স্তরে নিপুণ আলোকসম্পাদনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস সীমাহীন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

কৃষ্ণ- কৃষ্ণ চরিত্র অঙ্কনে কবি পৌরাণিক ও মৌলিক ভাবের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। কৃষ্ণ চরিত্রে স্থূল দাম্ভিকতা, দেহলোলুপ রিরংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের কুটিল ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো মহৎ গুণ বা কোমল মানবিক প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। এ চরিত্রে পূর্ণতা বা সঙ্গতি নেই। কামপ্রবৃত্তির প্রবণতা, বালকসুলভ আচরণ, লঘুকৌতুক ও গ্রাম্যতা কৃষ্ণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রাধার দেহসম্ভোগ ছাড়া কৃষ্ণের মনে রাধার প্রতি স্নেহ-করুণা-প্রেম প্রভৃতি সদবৃত্তির কোনো বিকাশ ঘটেনি। কৃষ্ণের এই মনোভাবের জন্য কাব্যের শিল্পবোধ ক্ষুণ্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্বের সবটুকু আত্মসাৎ করেছে রাধা। যার নাম কীর্তন করতে কাব্যটির রচনা, সেই কৃষ্ণই এর দোষের আশ্রয়। কাব্যটির যত কিছু দুর্নাম সব কৃষ্ণের জন্য। কৃষ্ণের আচরণে বিরূপতা ও নির্মমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বড়ায়ি- বড়ায়ি চরিত্রটি রসিকতায়, কূটবুদ্ধিতে, ছদ্ম-অভিনয়ে সার্থকতার পরিচায়ক। বড়ায়ি গ্রাম্য কুট্টনী ধরনের চরিত্র। বয়সে সে বুড়ী। কাব্যে তার বাস্তব বর্ণনা আছে। তবে সে কুটিল ছিল না। সে সরলা ও সহানুভূতিসম্পন্না। সে আমলের সমাজ জীবনের একটি জীবন্ত চিত্র হিসেবে তাকে অঙ্কন করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পৌরাণিক চরিত্র কৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুর বীররসাত্মক অবতার হিসেবে পাওয়া যায় না বলে কোনো কোনো সমালোচক বক্রোক্তি করেন এই বলে যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ আছে, কীর্তন নেই।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর সাহিত্যমূল্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পয়ার ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ ত্রুটিহীন ভাবে না লেখা হলেও এখানে কবির দক্ষতার পরিচয় লক্ষ করা যায়। অলংকার শাস্ত্রের অনুসরণে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক অলংকার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এই কাব্যে। সামগ্রিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য শুধু আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন নয়, সাহিত্যে মূল্যের দিক থেকেও এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর সমাজচিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে তৎকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহ যে তখনকার সামাজিক রীতি ছিল তা রাধার বাল্যবিবাহতে প্রমাণিত। গোপ কিশোরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য বৃদ্ধা নারীকে নিয়োগ করা হতো। বধূকে শাশুড়ি তখন সচরাচর বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে দিত না। বধূরা শাশুড়ি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাদের তেমন স্বাধীনতা ছিল না। বাড়ির বাইরে যেতে শাশুড়ির অনুমতির প্রয়োজন হতো। এ কাব্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী গোপ ছাড়াও তখনকার সমাজে কুমার, তেলী, নাপিত প্রভৃতি পেশাজীবীর পরিচয় মেলে। তবে গবাদিপশু প্রতিপালন ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। নদীমাতৃক বাংলার গ্রাম্য সমাজের খেয়াপারের জন্য কিছু মানুষ মাঝিগিরি করত। নৌকা তৈরির জন্য মিস্ত্রি, করাতি ইত্যাদি পেশার মানুষ ছিল।

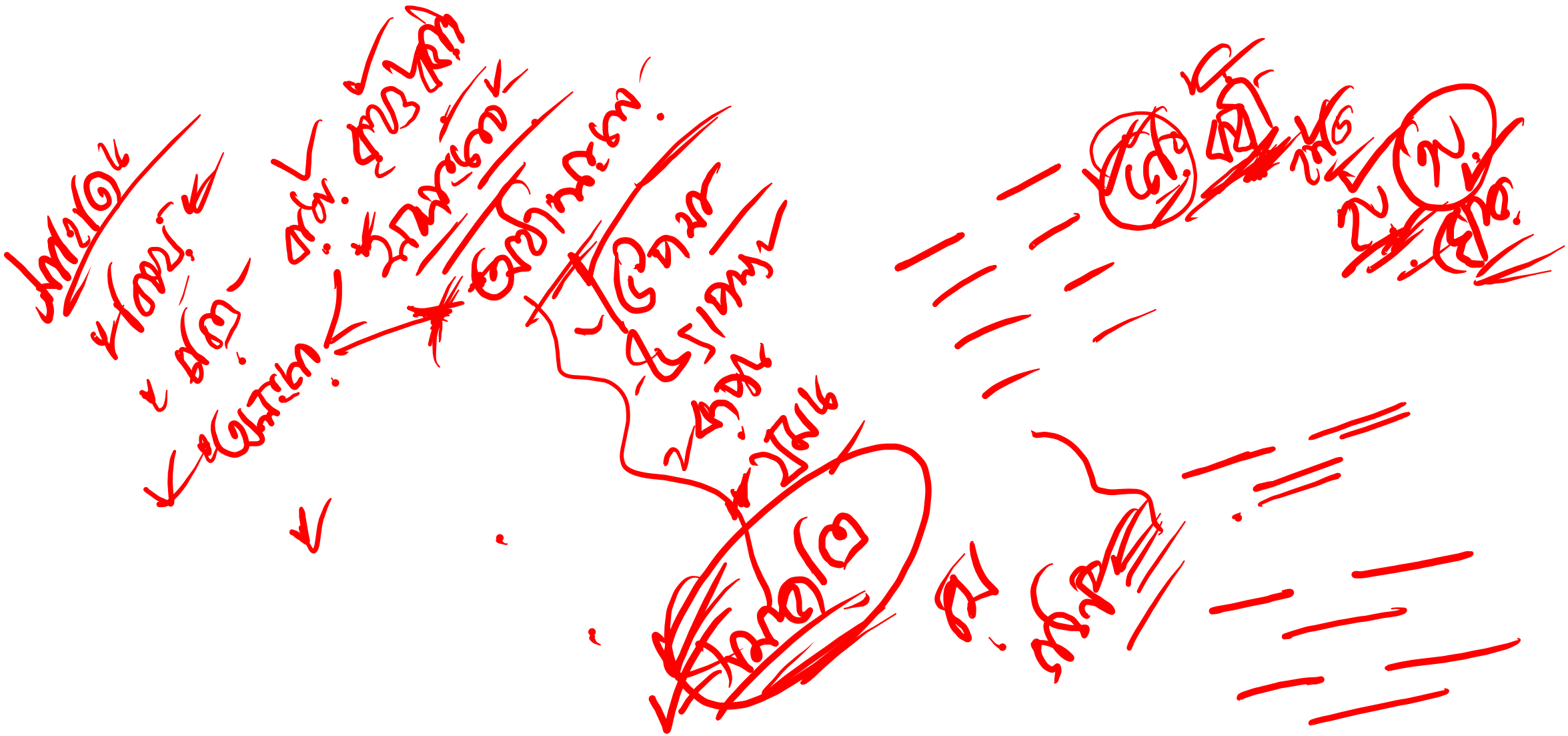

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

তখনকার গ্রাম্য সমাজের অশ্রাব্য গালি-গালাজ, অকারণে শপথ, দেবপূজা, মন্ত্রতন্ত্র ও ঝাড়ফুঁক প্রচলিত ছিল। পেশার ভিত্তিতে সে সমাজে মানুষের সম্মান নির্ভর করত। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল।

নারীরা বিভিন্ন রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করতো। সমাজে চোর ছিল, ছিল দস্যু-ডাকাত। কড়ির বিনিময়ে যে কোনো কাজের জন্য শ্রমিক বা কুলি পাওয়া যেত।

তখনকার সমাজে বিয়েশাদির প্রস্তাব ঘটকের মাধ্যমে ফুল-পান-সন্দেশ সহযোগে পৌঁছাবার রীতি ছিল। পাড়া-প্রতিবেশী বেড়াতে গেলে তাকে পান-তামাক দিয়ে আতিথেয়তা করতো। বিবাহিত নারীর পরপুরুষের সাথে প্রেম সমাজে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হতো।

রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্য হওয়া সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হতে আমরা তৎকালীন সমাজের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র পাই তা পরিমাণে বেশি না হলেও তার মূল্য কম নয়। এরই মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালি মনের ছাপটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব করা যায়। মধ্যযুগের কাব্য সমাজের চালচিত্র তুলে ধরার অভীষ্টে রচিত না হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই বাঙালি ভাবচেতনা ও জীবনরস বোধের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চণ্ডীদাস সমস্যা

চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যের একটি বিতর্কিত বিষয়। চণ্ডীদাসের পদাবলি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকলেও একাধিক চণ্ডীদাস সম্পর্কিত চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে। ১৮৯৬ সালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে এক চণ্ডীদাসের কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে মনীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক দীন চণ্ডীদাসের পদাবলি প্রকাশিত হলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। ড. সুকুমার সেন ও মনীন্দ্রমোহন বসু দুজন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস এবং বৈষ্ণবপদাবলীর দীন চণ্ডীদাস। অন্যদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র রায়ের মতে চণ্ডীদাস তিন জন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও তিন জন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। ড. আহমদ শরীফ যে তিন জন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন তাঁরা হলেন-

১. অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস (সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস)

২. চণ্ডীদাস (চৈতন্য পূর্বকালের বা জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক)

৩. দীন চণ্ডীদাস (আঠারো শতকের শেষার্ধ)।

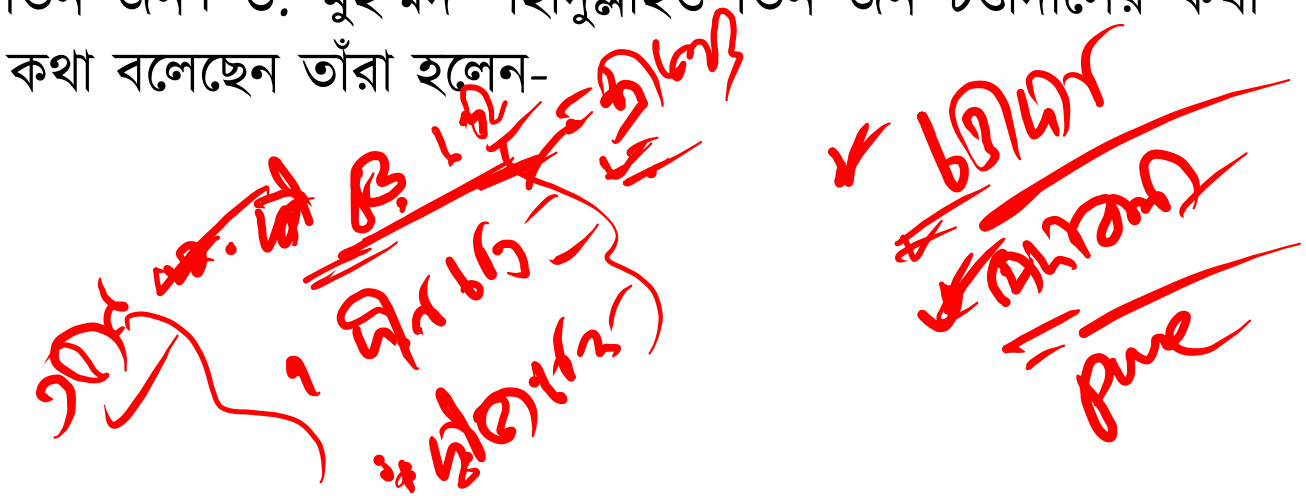

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

যে কজন চণ্ডীদাস সম্পর্কে ধারণা করা হয় তাঁরা হলেন: ১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, ২. পদাবলির দ্বিজ, দীন, বড়ু, আদি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত চণ্ডীদাস, ৩. মণীন্দ্রমোহন আবিষ্কৃত পালাগানের দীন চণ্ডীদাস এবং ৪. সহজিয়াপন্থী রাগাত্মিকা পদের চণ্ডীদাস। তবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস নামে আমরা অন্তত ৫ জন কবির নাম পাই। তাঁরা হলেন-

১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কবি 'বড়ু চণ্ডীদাস'।

২. চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের বৈষ্ণবপদ রচয়িতা এবং জনপ্রিয় কবি 'চণ্ডীদাস'।

৩. কৃষ্ণলীলার আখ্যানকাব্য তথা পালা গানের রচয়িতা 'দীন চণ্ডীদাস'।

৪. সহজিয়া সাধকদের মনগড়া কবি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'। প্রকৃতপক্ষে এ কবির বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

৫. পঞ্চম চণ্ডীদাসের নামও দ্বিজ চণ্ডীদাস 'এক নামেই দুইজন কবির নাম পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলি বা বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য নামে খ্যাত এক শ্রেণীর ধর্মসঙ্গীত সংগ্রহ। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।

- **মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ধারা হলো বৈষ্ণব পদাবলি।**
- বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পীরা ছিলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, লোচন দাস। **বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এই চার জনকে বৈষ্ণব পদাবলির মহাকবি বলা হয়।**
- আলাওল, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ্, তারাও পদাবলি রচনা করেছেন।
- বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা **বিদ্যাপতি**।
- বাংলায় প্রথম পদ রচনা করেন **চড়ু চণ্ডীদাস**।
- বৈষ্ণব পদাবলি ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় রচিত।
- ব্রজবুলি মূলত এক ধরনের কৃত্রিম মিশ্রভাষা। মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রিত রূপ হলো ব্রজবুলি ভাষা।

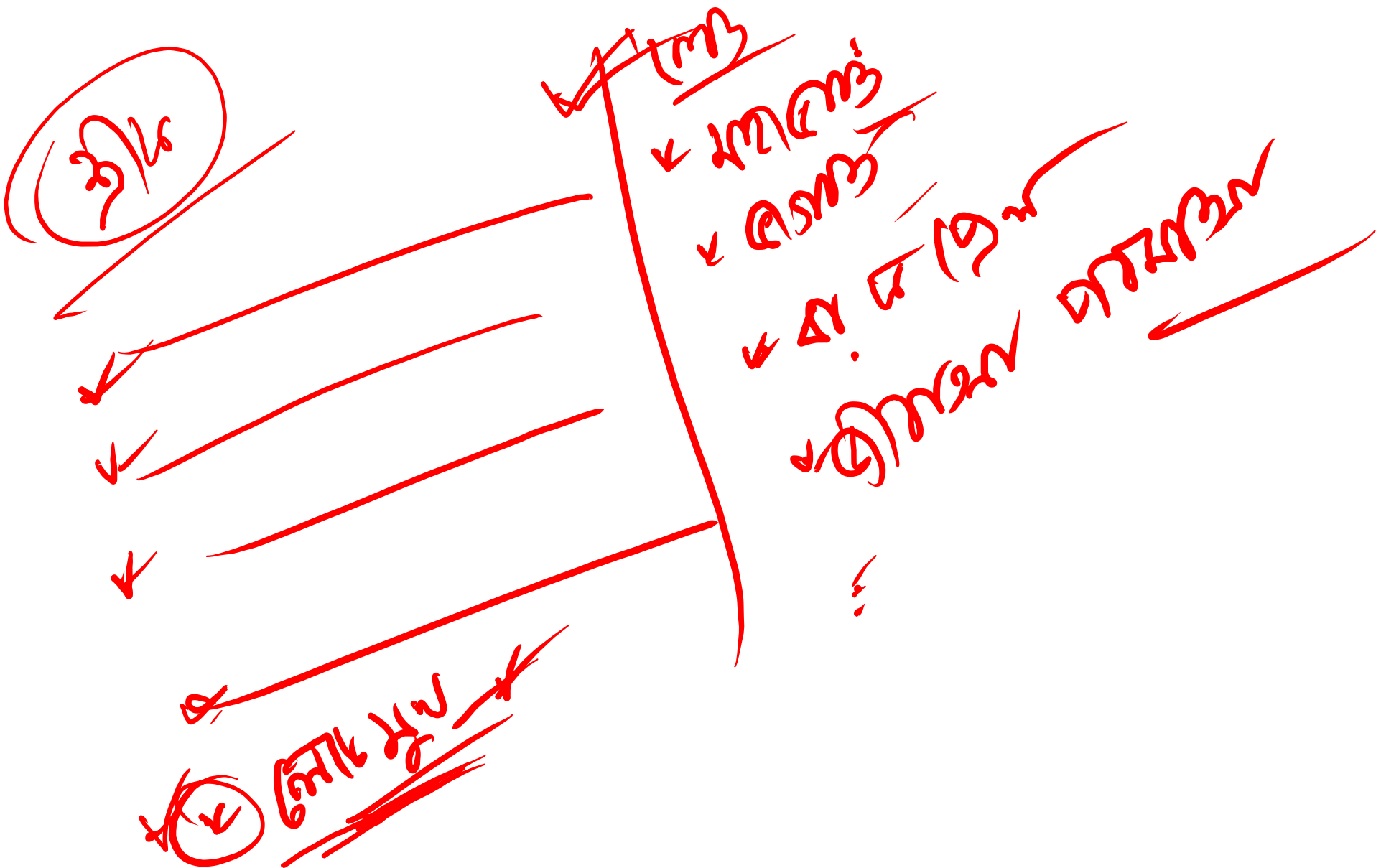

মধ্য যুগের কবি

বিদ্যাপতিঃ

- মিথিলার কবি বা **মৈথিল কোকিল**; **অভিনব জয়দেব** নামে পরিচিত।
- তাঁর উপাধি হল **কবিকণ্ঠহার**। রাজা শিবসিংহ তাকে এই উপাধি দেন।
- রবীন্দ্রনাথ তাকে **"রাজকণ্ঠের মণিমালা"** হিসাবে অভিহিত করেছেন।
- তিনি সংস্কৃত, মৈথীলি, অবহটঠ ভাষায় পদ রচনা করেছেন ।

বিদ্যাপতির গ্রন্থসমূহ:

- ✓ কীর্তিলতা – ঐতিহাসিক কাব্য (অপভ্রংশ অবহটঠ ভাষায়)।
- ✓ **পুরুষপরীক্ষা** – কথা সাহিত্য (সংস্কৃত ভাষায়)।
- ✓ **গোরক্ষ বিজয়** – নাটক (সংস্কৃত ভাষায়)।
- ✓ লিখনাবলী – অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ।

গোবিন্দদাস

- গোবিন্দদাস ষোড়শ শতকের কবি ও রাজা **লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন**।
- বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ছিলেন।
- তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয়।
- ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর কাব্য '**গীতগোবিন্দ**'।
- সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচিত নাটক 'সঙ্গীত সাধক'।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শুন্য মন্দির মোর

জ্ঞানদাসঃ

- জ্ঞানদাস খেতুরীর বৈষ্ণব কবি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।
- তিনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন।

অমর উক্তিঃ

- রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর
  প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
- সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

মধ্য যুগের কবি

চণ্ডীদাসঃ

- ❑ চণ্ডীদাস ৩ জন, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস।
- ❑ বড়ু চণ্ডীদাস সবথেকে পুরাতন।

বড়ু চণ্ডীদাস

- বড়ু চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন ছাতনা, বাকুড়া মতান্তরে বীরভূমের নানুর গ্রামে।
- বড়ু চণ্ডীদাস রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।
- **তিনি বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি।**
- **তার প্রকৃত নাম- অনন্ত বড়ু।**
- ড. হুমায়ুন আজাদের মতে তিনি বাংলা ভাষার প্রথম মহা কবি।

চণ্ডীদাস

- চণ্ডীদাস ছিলেন বৈষ্ণব কবি। তিনি বাশুলি দেবীর ভক্ত ছিলেন এবং বড়ু চণ্ডীদাস থেকে পৃথক ছিলেন একথা নিশ্চিত।
- চণ্ডীদাস সহজিয়াপন্থী কবি ছিলেন।
- তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মানবতাবাদি কবি ছিলেন।
- চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চণ্ডীদাসের অমর উক্তিঃ

✓ সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই ।

বৈষ্ণব পদাবলি

কয়েকজন মুসলিম পদাবলিকারের নাম

পদাবলি সাহিত্যে মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। একদল মুসলমান কবি উৎকৃষ্ট শ্রেণির বৈষ্ণবপদ রচনা করে বিচিত্র কবিপ্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। ড. আহমদ শরীফের মতে, তাদের কেউ করেছেন নেশার ঝোঁকে আর কেউ করেছেন পেশা হিসেবে।

মুসলমান পদকর্তার সঠিক সংখ্যা নির্ণীত হয়নি। মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে প্রথম কবি ছিলেন সম্ভবত শেখ কবির। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আফজাল, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ আইনুদ্দিন, সৈয়দ মুর্তজা, আলাওল, আলি রেজা, কমর আলী, সৈয়দ সুলতান, নওয়াজিস প্রমুখ।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ কৈশোর ও প্রথম যৌবনে 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে কিছু পদ রচনা করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে সেই কবিতাগুলিই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি উৎসর্গ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলির নমুনা-

"শুন লো শুন লো বালিকা
রাখ কুসুমমালিকা
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।"

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পগুণ

বৈষ্ণব পদাবলির প্রধান উপজীব্য হলো প্রেম। এটি প্রাথমিকভাবে ধর্ম সংগীতের জন্য রচনা করলেও এর মাঝে বিকাশ ঘটেছে অপূর্ব শিল্পরূপ ও সাহিত্যগুণের। মূলত এটি গীতিধর্মী পদাবলি তাই এর প্রধান গুণ গীতিময়তা। এর ভাবের গভীরতা, ভাষার ঐশ্বর্য, সুরের মূর্ছনা ইত্যাদি আমাদের হৃদয়ে তরঙ্গ তোলে। এই কাব্যে শিল্পমূল্যের সার্থক মিলন ঘটেছে। এই পদাবলিতে রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রকে ঘিরে মূল কাহিনি উক্তি প্রত্যুক্তি বা একজনের প্রতি অন্যজনের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পাত্র - পাত্রীর উক্তি -প্রত্যুক্তি আছে বলেই সমালোচকগণ একে নাট্যগীতি কাব্য বলে চিহ্নিত করেছেন। রাধা বিরহে'র মধ্য দিয়েই বৈষ্ণব পদাবলির ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে। এছাড়াও প্রেমের প্রকৃতির সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন পদাবলির কবিরা। রাধার প্রেম পরকীয়ার ফলে তাতে রয়েছে নানা ধরনের সন্দেহ, সংশয়, ভয়, ভাবনা। রাধার চিত্তের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন কবি এভাবে-

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

পদাবলিতে সাধারণত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষর মাত্রার সংমিশ্রণ এবং ছড়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিরা কাব্যকে অনুপ্রাস, শ্লেষ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, চিত্রকল্পে পদাবলি শুধু মধ্যযুগেই নয়, আধুনিক কাব্য আসরেও অতুলনীয়। আধুনিক কাব্য ও গানে পদাবলির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

মঙ্গলকাব্য

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই হল মঙ্গলকাব্য।
- প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়- পৌরাণিক ও লৌকিক।
- মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য – দেব-দেবীর গুণগান।
- মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য – মঙ্গলকাব্য।
- একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে সাধারণত ৫ টি অংশ থাকে। যথাঃ বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল।
- আদি মঙ্গলকাব্য হিসেবে পরিচিত – মনসামঙ্গল কাব্য।
- মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা – মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল।
- মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান ধারা – ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, দূর্গামঙ্গল ইত্যাদি।

১. সন্ধিতে কাকে বলে ?

২. এ সন্ধির মধ্যে ৩ টা ভাগ.

৩. ক) স্বরসন্ধি. (অবশ্যই) লিখ

খ) ব্যঞ্জনসন্ধি. (অবশ্যই) লিখ

গ) বিসর্গসন্ধি. লিখ

৪. ঘ) নিপাতনে সন্ধি লিখ

৫. [illegible]

৬. [illegible]

৭. [illegible] ?

(১৫) দুঃখিনী কোথায় [illegible] কতজন হলো ?

(৯) [illegible] মাতা [illegible] লিখ [illegible] ?

(১০) [illegible]

(১১) সন্ধিবিচ্ছেদ [illegible] লিখ

(১২) সন্ধিতে [illegible] লিখ

(১৩) সন্ধিতে [illegible] লিখ

(১৪) সন্ধিতে [illegible] লিখ

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগে বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্য রচনা করা হয়েছে। কাব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়।

- ✓ মঙ্গলকাব্য প্রধানত কাহিনি কেন্দ্রিক।
- ✓ মূল কাহিনির সাথে দেবদেবীর কীর্তন, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনির আলোকে রচিত।
- ✓ পূজা প্রচারের উদ্দেশ্য দেবতারা মর্ত্যে এসেছেন এবং পূজা প্রচারের সময় দেবতারা মানুষের মতো আচরণ করেছেন।
- ✓ অধিকাংশ কবি স্বপ্নে দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন।
- ✓ কাব্যের শুরুতেই দেব-দেবী এবং মর্ত্যের সমস্ত মানুষের বন্দনা করা হয়েছে।
- ✓ অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে স্ত্রী দেবতাদের প্রাধান্যই বেশি।
- ✓ মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির জীবনাচার প্রকাশ পেয়েছে।
- ✓ মঙ্গলকাব্যে বার মাসের সুখ দুঃখের বর্ণনা 'বারোমাস্যা' এবং চৌত্রিশ অক্ষরে রচিত দেবস্তোত্র 'চৌতিশা' আকারে বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ দৈবশক্তির বিরুদ্ধে মানব জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাত অনেক মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য হয়েছে।
- ✓ অনেক মঙ্গলকাব্যে আধুনিক যুগের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।
- ✓ এ কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের প্রভাব বেশি।

মঙ্গলকাব্য

বারোমাস্যা – মধ্যযুগের নায়ক নায়িকাদের বাংলা সনের **বার** মাসের বিরহ-কাতর পরিস্থিতির বর্ণনাকে বারোমাস্যা বলে।

চৌতিশা – বাংলা ব্যঞ্জবর্ণের 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত প্রতিটি বর্ণ পদের প্রথমে ব্যবহার করে বিপন্ন নায়ক নায়িকা যে দেব বন্দনামূলক স্তব করেন তাকে চৌতিশা বলে।

মঙ্গলকাব্যকে শ্রেণিগত দিক থেকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়-

পৌরাণিক শ্রেণি

গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দূর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডীমণ্ডল প্রভৃতি

লৌকিক শ্রেণি

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল (বা বিদ্যাসুন্দর), ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি।

মঙ্গলকাব্য

মনসামঙ্গলঃ

- মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীন কাব্য এটি।
- মনসামঙ্গল কাব্য রচিত- মনসা দেবীর কাহিনি নিয়ে।
- এ কাব্যের অপর নাম – পদ্মাপুরাণ।
- সাপের দেবী মনসার অপর নাম – কেতকা ও পদ্মাবতী।
- প্রধান চরিত্র - চাঁদ সওদাগর, বেহুলা লখিন্দার।

মঙ্গলকাব্য

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
কানা হরিদত্ত	তিনি এ ধারার আদি কবি ও পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
বিজয় গুপ্ত	বিজয় গুপ্ত এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। মনসা মঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা।
নারায়ণ দেব	সুকবি বল্লভ উপাধিধারী। জন্ম – কিশোরগঞ্জ।
বিপ্রদাস পিপিলাই	তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'মনসা বিজয়'।
দ্বিজ বংশীদাস	কিশোরগঞ্জের পাতুয়ারীতে জন্ম নেওয়া দ্বিজ বংশীদাসের রচিত কাব্য 'পদ্মাপুরাণ'। তিনি প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা।
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মঙ্গলকাব্যের একমাত্র কবি। তাঁর রচিত কাব্য 'কেতকাপুরাণ'। এই কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের প্রথম মুদ্রিত কাব্য। ক্ষেমানন্দ তাঁর নাম ও কেতকাদাস তাঁর উপাধি।

মঙ্গলকাব্য

ধর্মমঙ্গলঃ

- ডোম সমাজে প্রচলিত পুরুষ দেবতা ধর্ম ঠাকুরের উপর রচিত মঙ্গলকাব্য হলো ধর্মমঙ্গল।
- ময়ূর ভট্ট – তিনি ধর্মমঙ্গল ধারার আদি/ প্রথম কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'হাকন্দপুরাণ'।
- এ কাব্যের দুজন প্রধান কবি – রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনারাম চক্রবর্তী
  - ✓ ঘনরাম চক্রবর্তী – তিনি ধর্মমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রীধর্মমঙ্গল'।
- এ কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত – রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প ও লাউসেনের গল্প।

মঙ্গলকাব্য

চণ্ডীমঙ্গলঃ

- মঙ্গল কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কাব্য - দেবী চণ্ডীর (শিবের স্ত্রী)।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি – দুই খণ্ডে বিভক্ত। ১। আখেটিক খন্ড/ব্যাধ খন্ড। ২ বণি খন্ড
- আখেটিক খণ্ডের প্রধান চরিত্র গুলো – কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারীশীল।
- বণিক খন্ডের প্রধান চরিত্র – ধনপতি সদাগর, লহনা খুল্লনা, খুল্লনার পুত্র-শ্রীমন্ত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র – ভাঁড়ুদত্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিগণ

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
মানিক দত্ত	চণ্ডীমঙ্গল ধারার আদি কবি।
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	ষোড়শ শতকের এই কবি চণ্ডীমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। দুঃখ বর্ণনার কবি বলা হয়। জমিদার রঘুনাথ রায় তাঁকে 'কবি কঙ্কন' উপাধি দেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল'।
দ্বিজ মাধব	স্বভাব কবি হিসেবে পরিচিত দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল/ সারদাচরিত'।
অকিঞ্চন চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার সর্বশেষ কবি। তাঁর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।
ভবানীশঙ্কর দাস	জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামে ২টি কাব্য রচনা করেন।

মঙ্গলকাব্য

কালিকামঙ্গলঃ

- দেবী কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক কাব্য।
- কালিকামঙ্গল কাব্যের অপর নাম- বিদ্যাসুন্দর কাব্য।
- কালিকামঙ্গলের আদি কবি – কবি কঙ্ক।
- রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের একজন বিশিষ্ট কবি। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন।
- গোবিন্দ দাস রচিত কাব্যের নাম 'কালিকামঙ্গল'।

মঙ্গলকাব্য

অন্নদামঙ্গলঃ

- এ কাব্যে দেবী অন্নদার বর্ণনা আছে।
- অন্নদামঙ্গল কাব্য বিভক্ত – ৩ খণ্ডে। ১. শিবনারায়ন অন্নদামঙ্গল, ২. কালিকামঙ্গল, ৩. মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান ।
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- প্রার্থনাটি ঈশ্বরী পাটনীর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত উক্তিঃ

- নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন
- বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
- কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।
- জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ কবি।
- তিনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'নাগরিক কবি'।
- তিনি ছিলেন নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি।
- রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।
- ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
- তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের অবসান হয়।
- অন্যান্য সাহিত্য কর্ম– 'সত্য নারায়ণ পাঁচালী (কাব্য)', ['নাগাষ্টক' ও 'গঙ্গাষ্টক'(নাটক)], 'রসমঞ্জুরী', 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' এবং 'চণ্ডীনাটক'।

অনুবাদ সাহিত্য

মহাভারতঃ

- মহাভারতের রচয়িতা – বেদব্যাস।
- মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এর খণ্ড – ১৮ টি।
- মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা – ৮৫০০০।
- চরিত্র- অভিমন্যু, অর্জুন, কর্ণ, দ্রোপদী, কুন্তী, গন্ধারী ভীম, দুর্যোধন, সুধিষ্ঠির, নকুল সাহর্দেব, দুঃশাসন।
- মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক – কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- কবীন্দ্র পরমেশ্বর অনূদিত গ্রন্থের নাম – পরাগলী মহাভারত।
- শ্রীকর নন্দী অনূদিত গ্রন্থের নাম – 'ছুটিখানী মহাভারত'।
- মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক – কাশীরাম দাস।

ভাগবতঃ

- ভাগবত এর রচয়িতা – বেদব্যাস।
- ভাগবত বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন – মালাধর বসু।
- মালাধর বসু অনূদিত ভাগবতের নাম – শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
- মালাধর বসুর উপাধি – গুণরাজ খান। (রুকুনুদ্দিন বারবক শাহ তাকেও উপাধি দেন।

অনুবাদ সাহিত্য

রামায়ণঃ

- এটি বিষ্ণুর অবতার রামের জীবনকাহিনী।
- রামায়ণ রচনা করেন – বাল্মীকি
- বাল্মীকির মূল নাম – রত্নাকর দস্যু।
- বাল্মীকি অর্থ – উইপোকার ঢিবি।
- চরিত্র- রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ।
- রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক – কৃত্তিবাস ওঝা। (তিনি অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম কবি)।
- তাঁর অনুদিত রামায়ণ – শ্রীরাম প্যাচালি।
- রামায়ণে আছে – সাতটি খণ্ড, ৫০০টি যুগ, (২৪০০০ শ্লোক)

চন্দ্রাবতীঃ

- রামায়ণের প্রথম মহিলা বাংলা অনুবাদক – চন্দ্রাবতী
- চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি।
- তিনি কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের মানুষ।
- তাঁর পিতার নাম – দ্বিজ বংশীদাস।
- তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ – মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

- এ ধারার প্রথম কবি ছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি।
- তিনি গৌড়েশ্বর সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে কাব্য রচনা করেন।
- এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ও মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি – সৈয়দ আলাওল।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

- মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে আরাকানে (বর্তমান মিয়ানমার) বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল। এ রাজসভা 'রোসাঙ্গ' বা 'রোসাং' নামে পরিচিত।
- আরাকান রাজসভার প্রধান কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর।

(১) [illegible]

(২) [illegible]

[illegible]

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

কাব্যের নাম	অনুবাদক কবি	মূল ভাষা	মূলগ্রন্থ/উৎস ও কবি
ইউসুফ-জুলেখা ***	শাহ মুহম্মদ সগীর, আব্দুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ	ফারসি	ইউসুফ ওয়া জুলয়খা (কবি- জামী)
সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী **	দৌলত কাজী (১ম, ২ খণ্ড), আলাওল (শেষ খণ্ড)	হিন্দি	মৈনাসত , চন্দ্রায়ন
লাইলী-মজনু ***	দৌলত উজির বাহরাম খান , মুহম্মদ খাতের	ফারসি	লায়লা ওয়া মজনুন ,কবি–নিজামী
মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা, শাকের মুহম্মদ	হিন্দি	মধুমালত , কবি – মনঝন
সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল **	দোনাগাজী চৌধুরী, আলাওল	ফারসি	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
পদ্মাবতী ***	আলাওল	হিন্দি	পদুমাবৎ কবি- মালিক মুহম্মদ জায়সী
তোহফা **	আলাওল	ফারসি	তোহফাতুন নেসায়েহ কবি- ইউসুফ গদা
হপ্ত পয়কর **	আলাওল	ফারসি	হফত পয়কর (নিজামী)
সিকান্দর নামা **	আলাওল	ফারসি	সেকেন্দার নামা (নিজামী গঞ্জবীর)

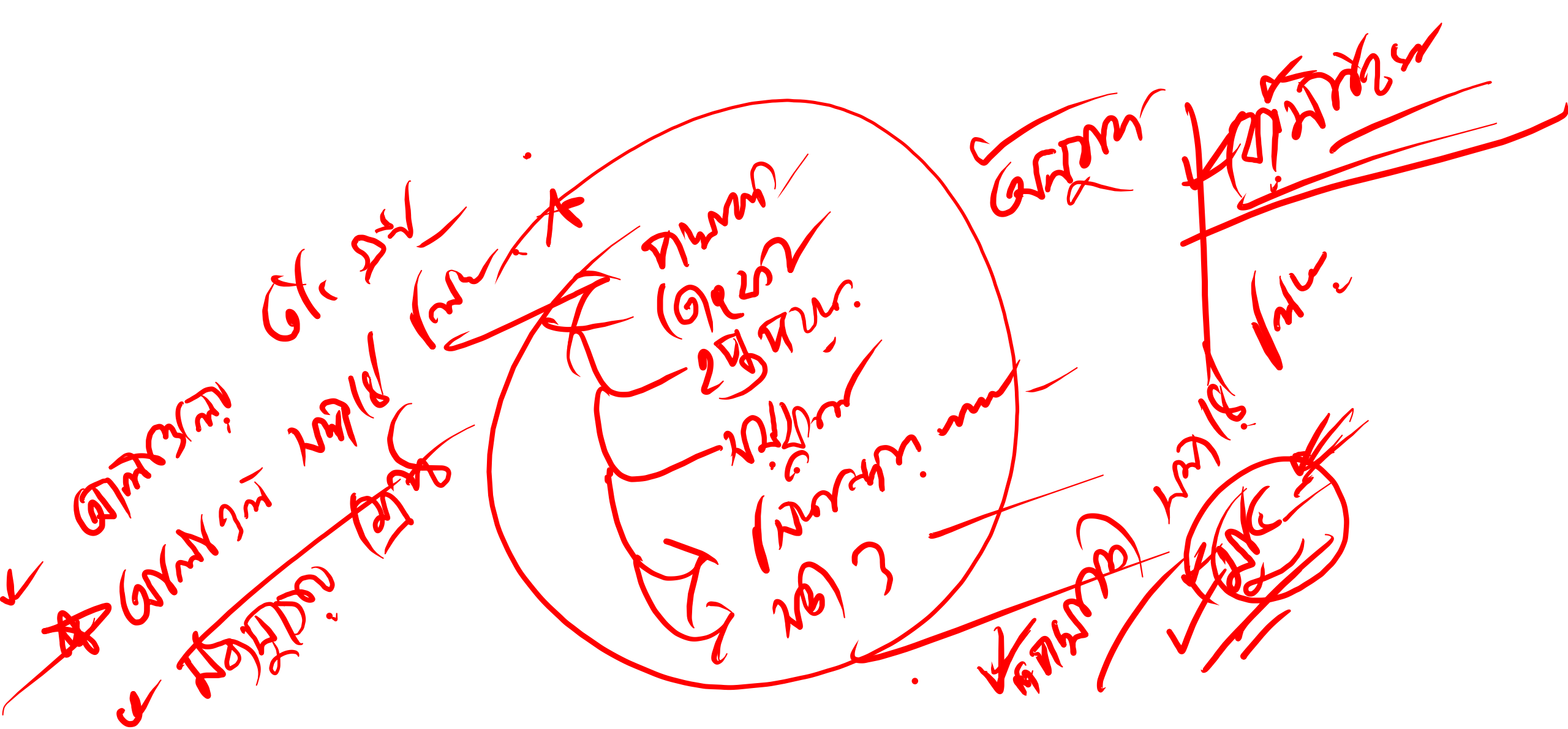

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

কাব্যের নাম	অনুবাদক কবি	মূল ভাষা	মূলগ্রন্থ/উৎস ও কবি
চন্দ্রাবতী **	কোরেশী মাগন ঠাকুর		অজ্ঞাত
নূরনামা *	আব্দুল হাকিম, আব্দুল করিম	ফারসি	অজ্ঞাত
নসিহৎনামা	আব্দুল হাকিম	ফারসি	অজ্ঞাত
সিহাবুদ্দীননামা	আব্দুল হাকিম	ফারসি	অজ্ঞাত
লালমতি সয়ফুলমুলুক **	আব্দুল হাকিম	-	-
হানিফা কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	ফারসি	অজ্ঞাত
গুলে বকাওলী **	নওয়াজিস খান, মুহাম্মদ মুকীম	ফারসি	তাজমূলক গুল-ই-বকাওলী
মৃগাবতী	মুহাম্মদ মুকীম	-	-
গদা মল্লিক	শেখ সাদী	-	-
শাহনামা	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	ফারসি	শাহনামা , কবি- ফেরদৌসি
নসীরানামা	মরদন	-	-

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

কাব্যের নাম	অনুবাদক কবি	মূল ভাষা	মূলগ্রন্থ/উৎস ও কবি
দুররে মজলিশ, হাজার মসাইল, নূরনামা	আব্দুল করীম খন্দকার	-	-
রিজওয়ান শাহ	শমসের আলী	-	-
নবীবংশ ***	সৈয়দ সুলতান	আরবি	কিসাসুল আম্বিয়া
বিদ্যাসুন্দর *	সাবিরিদ খান, দ্বিজ শ্রীধর	-	-
রসূল বিজয় **	সৈয়দ সুলতান	-	-
হাতেম তাই **	সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা	ফারসি	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
আমীর হামজা	সৈয়দ হামজা, আব্দুল নবী	-	-

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকান রাজসভা বর্তমান মিয়নমারের আরাকানে অবস্থিত ছিল। এটি ছিল সমুদ্র উপকূলীয় রাজ্য। আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে রোসাং বা রোসাঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আরাকানের রাজারা কেউ মুসলিম কিংবা বাঙালি না হলেও তারা মুসলমান কবি এবং বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আরাকানে পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া কয়েকজন কবি –

দৌলত কাজীঃ সতীময়না লোরচন্দ্রানী কাব্যের কবি দৌলত কাজী আরাকানের উল্লেখযোগ্য কবি। কাব্যটি হিন্দি কবি সাধনের মৈনাসত অবলম্বনে রচিত। দৌলত কাজী এটি সম্পন্ন করে যেতে পারেন নি। তার মৃত্যুর পর আলাওল এটি শেষ করেন।

আলাওলঃ আরাকান তথা মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি পদ্মাবতী। পদ্মাবতী মূলত হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবত এর অনুবাদ হলেও আলাওল বুশলতা দেখিয়েছেন এটি রচনায়। আলাওলের অন্যান্য রচনার মাঝে উল্লেখযোগ্য তোহফা, সিকান্দারনামা, হপ্তপয়কর, সয়কুলমুলুক বদিউজ্জামাল।

কোরেশী মাগন ঠাকুরঃ কোরেশী মাগন ঠাকুর মূলত ছিলেন আরাকান রাজসভার প্রধান উজির। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই আরাকানে বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। তার বিখ্যাত কাব্য চন্দ্রাবতী।

লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

❖ **অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য** লোকসাহিত্যকে ৭ ভাগে ভাগ করেন। যথা –

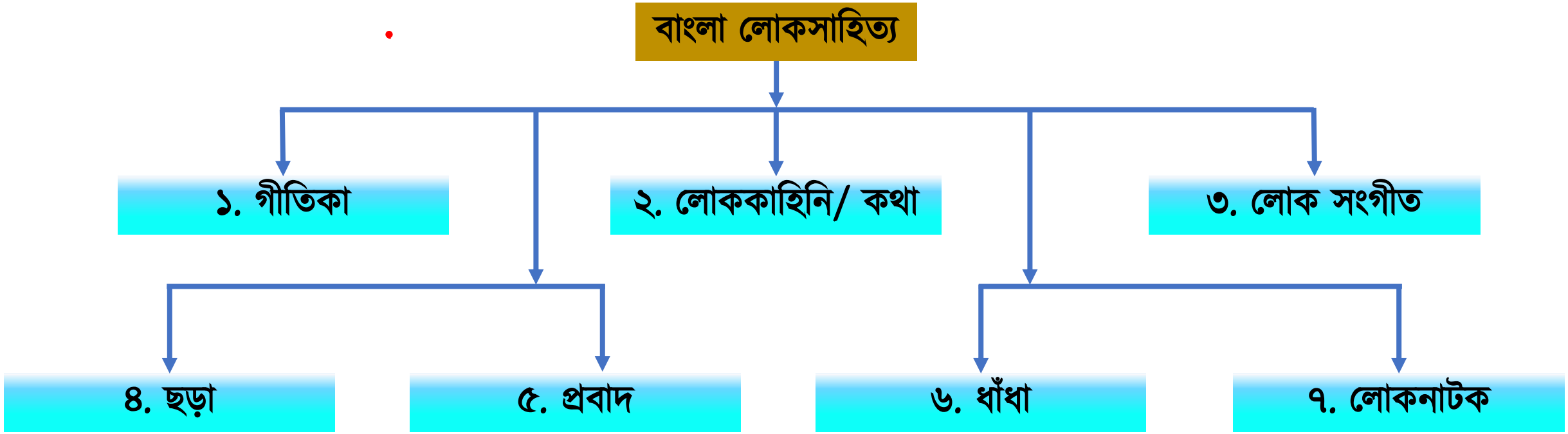

লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

গীতিকা: একশ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি বাংলা সাহিত্যে 'গীতিকা' নামে অভিহিত হয়। ইংরেজিতে তাকে বলা হয় 'ব্যালাড' (Ballad)।

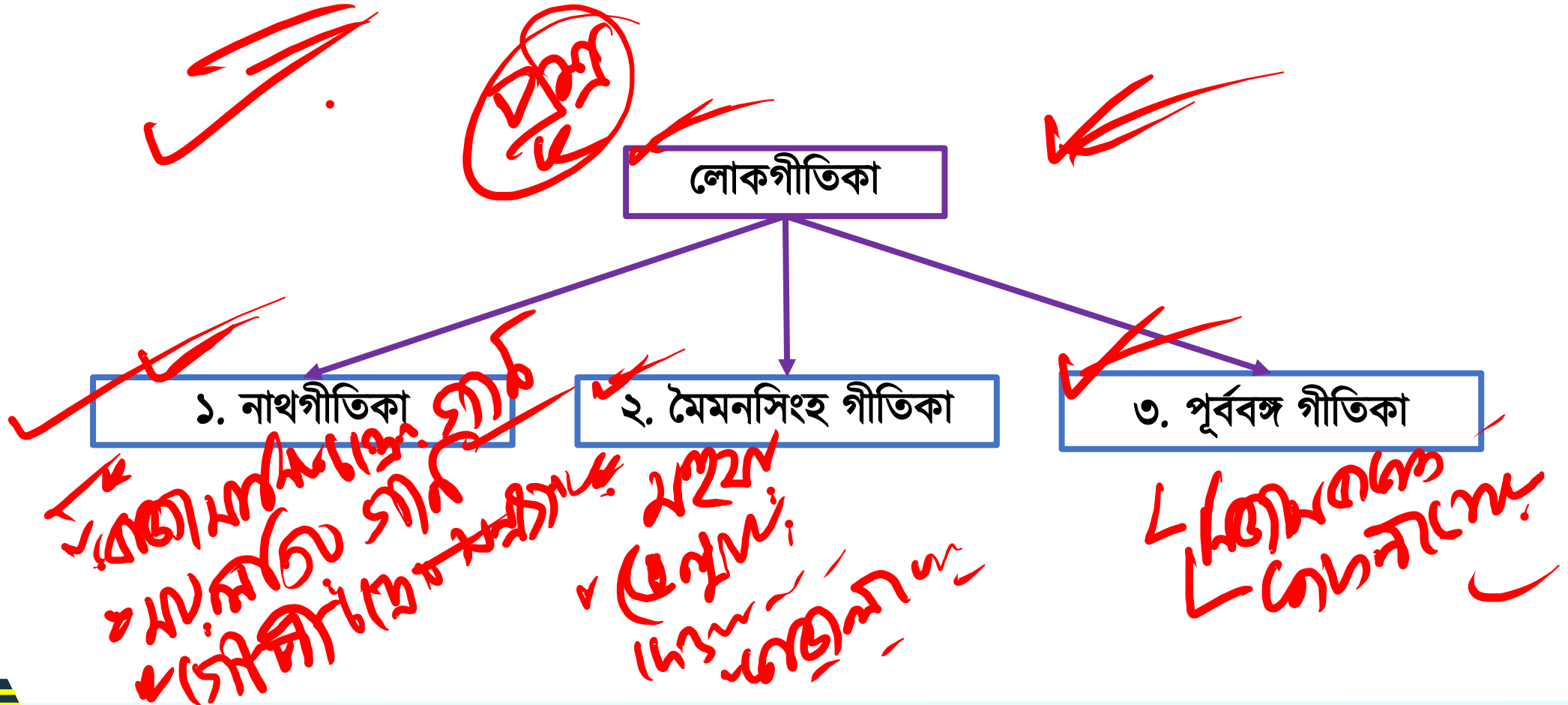

লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

❑ মৈমনসিংহ গীতিকা:

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে **মৈমনসিংহ** গীতিকা সংগৃহীত হয়েছিল এবং তা **'মৈমনসিংহ গীতিকা'ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'** নামে চার খণ্ডে **১৯২৩ খ্রি.** প্রকাশিত হয়। এই গীতিকা সম্পাদনা করেছিলেন – **চন্দ্রকুমার দে**, আশুতোষ চৌধুরী, বিহারীলাল সরকার, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী, **জসীম উদ্‌দীন** প্রমুখ। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনিগুলো প্রেমমূলক এবং তাতে নারীচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে।

লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

মৈমনসিংহ গীতিকার উল্লেখযোগ্য পালা সমূহ:

পালাসমূহ	রচয়িতা
মহুয়া	দ্বিজ কানাই রচিত এই পালাটি সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন জসীম উদ্‌দীন। ড. সুকুমার সেন 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গুলোর মধ্যে মহুয়া গাথাটি সবচেয়ে রোমান্টিক ও মনোরম বিবেচনা করেছেন।
দেওয়ানা মদিনা	মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠগীতিকা হিসেবে সমাদৃত।
মলুয়া	চন্দ্রাবতী মৈমনসিংহ গীতিকার এই দুটি পালা রচনা করেন। এ কবি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি মহিলা কবি।
দস্যু কেনারাম	
কমলা	রচয়িতা দ্বিজ ঈশান।
কাজলরেখা	এই পালার রচয়িতা অজ্ঞাত। এই পালার কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ সংকলিত হয়েছে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে।
কঙ্ক ও লীলা	এর রচয়িতা ৪ জন যথা – দামোদর দাস, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেনিয়া।
চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র	রচয়িতা - নয়ানচাঁদ ঘোষ।
দেওয়ানা ভাবনা	এই দুটির রচয়িতা অজ্ঞাত।
রূপবতী	

লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

- **পূর্ববঙ্গ গীতিকা:** 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে পরিচিত গীতিকাগুলোর কয়েকটা পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকাগুলো নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এ অঞ্চলের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে গীতিকাগুলোর মধ্যে দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনি স্থান পেয়েছে।

- **লোককাহিনি/ কথা:** গদ্যের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণিত হলে তাকে 'কথা' বা 'লোককথা' বা 'লোককাহিনি' বলা হয়ে থাকে।

বি.দ্র. কাহিনিগুলো কাব্যে রূপায়িত হলে 'গীতিকা' এবং গদ্যে হলে 'কথা' নামে পরিচিত হয়।

মর্সিয়া সাহিত্য

'মর্সিয়া' কথাটি আরবি, এর অর্থ শোক প্রকাশ করা। আরবি সাহিত্যে কারবালা প্রান্তরে নিহত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহীদকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্য নামে আখ্যায়িত হয়।

মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মর্সিয়া সাহিত্য বিকাশের প্রেরণা দান করেন। তৎকালীন শিয়া শাসকরা কবিগণকে উৎসাহ প্রদান করতেন।

এ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ

জয়নবের চৌতিশা	এটি মর্সিয়া সাহিত্যের প্রথম কাব্য। এ কাব্যের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি।
জঙ্গনামা/ মক্তুল হোসেন	দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত মর্সিয়া কাব্যটি তাঁর রচিত প্রথম কাব্য।
মক্তুল হোসেন	মুহম্মদ খান রচিত এ কাব্যটি মর্সিয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠকাব্য। এ কবিও চট্টগ্রামের অধিবাসী।
কাশিমের লড়াই, ফাতিমার সুরতনামা	শেখ শেরবাজ চৌধুরী। এ কবির নিবাস ছিল ত্রিপুরা।
জঙ্গনামা	রংপুর ঝাড়বিশিলা গ্রামের কবি হায়াত মামুদ এই মর্সিয়া কাব্যটির প্রণেতা।
শহীদ-ই কারবালা ও সখিনার বিলাপ	রচয়িতা - জাফর।
হানিফার কারবালা যাত্রা	রচয়িতা - নজর আলী।
হানিফার লড়াই	রচয়িতা - আবদুল হাকিম।
জঙ্গনামা আমির হামজা	রচয়িতা - ফকির গরীবুল্লাহ।
কাসেম-বধ	রচয়িতা - হামিদ আলী।
ইমামগনের কেচ্ছা এবং আফৎনামা	রচয়িতা - রাধারমন গোপ (তিনি মর্সিয়া সাহিত্যের একমাত্র হিন্দু কবি)।

কবিগান

কবিগান হলো এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান, যা তাৎক্ষণিকভাবে রচিত ছড়া ও গানের মাধ্যমে দুই দল গায়ককে প্রথমে পালাক্রমে এবং শেষে সম্মিলিতভাবে পরিবেশন করতে হয়। দলের দলপতিকে বলা হয় সরকার বা কবিয়াল। ড. সুশীলকুমার দেবের মতে, কবিগানের বিশেষ গৌরবের যুগ ১৭৩০ – ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ। সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কবিগানের রচয়িতা ছিল। সে কারণে হিন্দু সমাজে তাদেরকে কবিওয়ালা বলা হতো। কবিগানের মুসলিম রচয়িতাদের বলা হয় – শায়ের।

উল্লেখযোগ্য কবিগণ

কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: গোঁজলা গুঁই, ভবানী বেনে, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ। কবিওয়ালাগণের মধ্যে কয়েকজন অভিজাত শ্রেণির ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ এসেছিলেন সমাজের নিম্নপর্যায় থেকে।

পুঁথি সাহিত্য

পুঁথি সাহিত্য বা দোভাষী পুঁথি

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত 'আরবি-ফারসি' শব্দ মিশ্রিত ইসলামি চেতনাসম্পৃক্ত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যে সমস্ত কাব্য রচিত হয়েছিল তা 'পুঁথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। আরবি, ফারসি সহ কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথিকে দোভাষী পুঁথি সাহিত্য বলা যায়।

এ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি

কবি	সাহিত্যকর্ম
ফকির গরীবুল্লাহ্	পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি। তাঁর কাব্যগুলো হলো– ইউসুফ-জোলেখা, আমীর হামজা (প্রথম অংশ), জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি।
সৈয়দ হামজা	আমীর হামজা (শেষ অংশ), মধুমালতী, হাতেম তাই, জৈগুনের পুঁথি।
মোহাম্মদ দানেশ	নুরুল ইমান, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ, গোলবে ছানুয়ার।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- শ্রীচৈতন্য দেব কে? বাংলা সাহিত্যে তাঁর গুরুত্বের কারণ ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- বৈষ্ণব পদাবলিগুলোর বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল সম্পর্কে ধারণা দিন। [৪১তম বিসিএস]
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিচয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস]
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা সম্পর্কে ধারণা দিন। [৩১তম বিসিএস]
- বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় দিন। [২৯তম বিসিএস]
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আবিষ্কারকের উপাধিসহ পূর্ণনাম লিখুন। [২৫তম বিসিএস
- বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের নাম কী? [২২তম বিসিএস]
- বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থের নাম কী? [২০তম বিসিএস]
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' - এর রচয়িতা কে? কাব্যটির রচনাকাল ও গুরুত্ব কী? [১৫তম বিসিএস]
- 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' কোন কবির বাণী? [১৫তম বিসিএস]

ตรวจสอบแล้ว

✓ [illegible]

✓ [illegible]

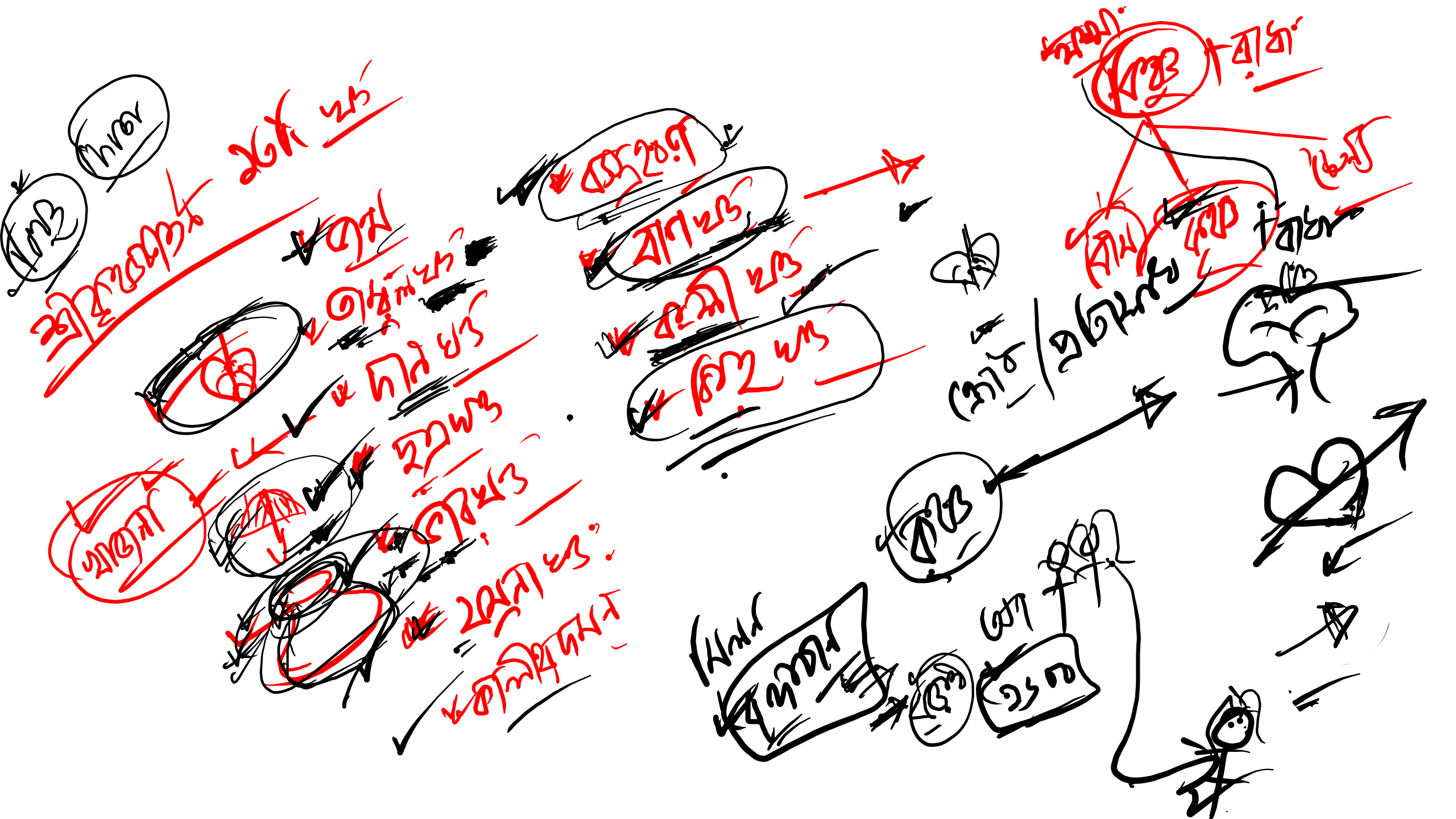

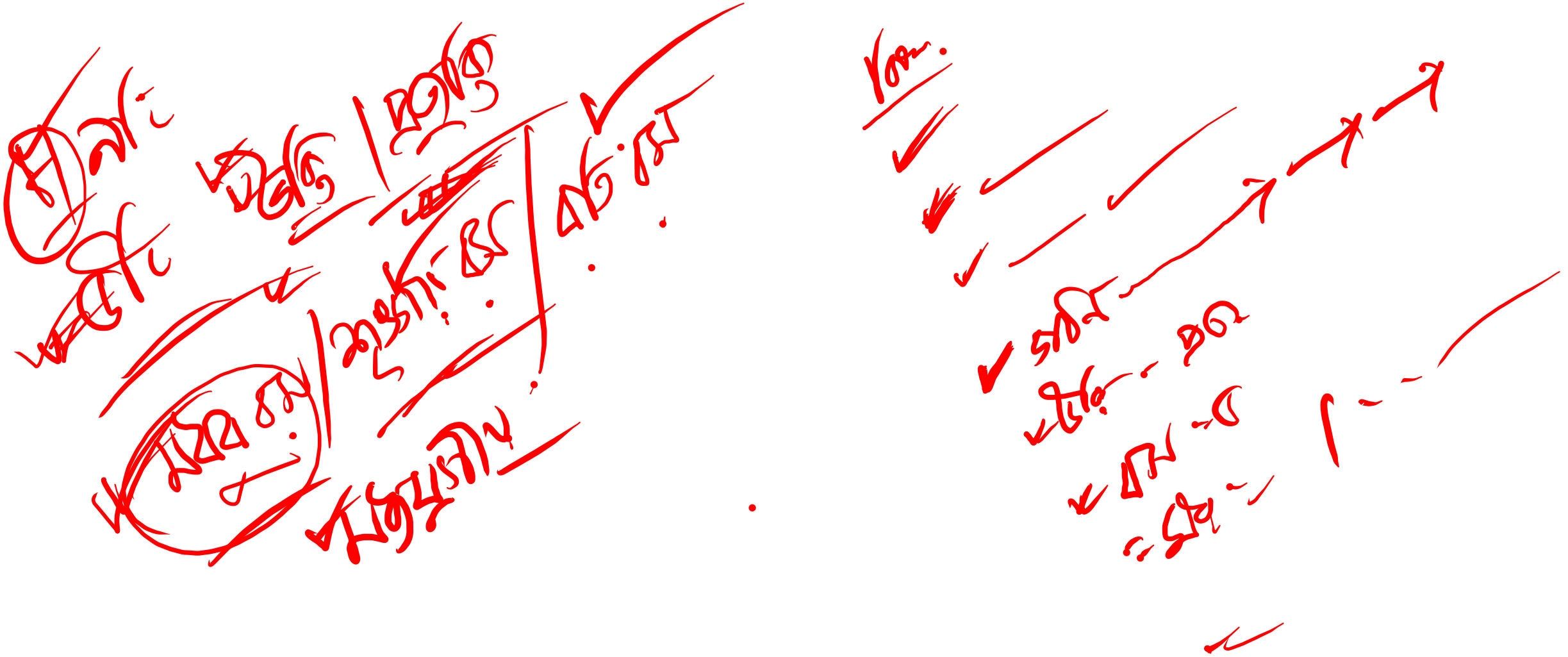

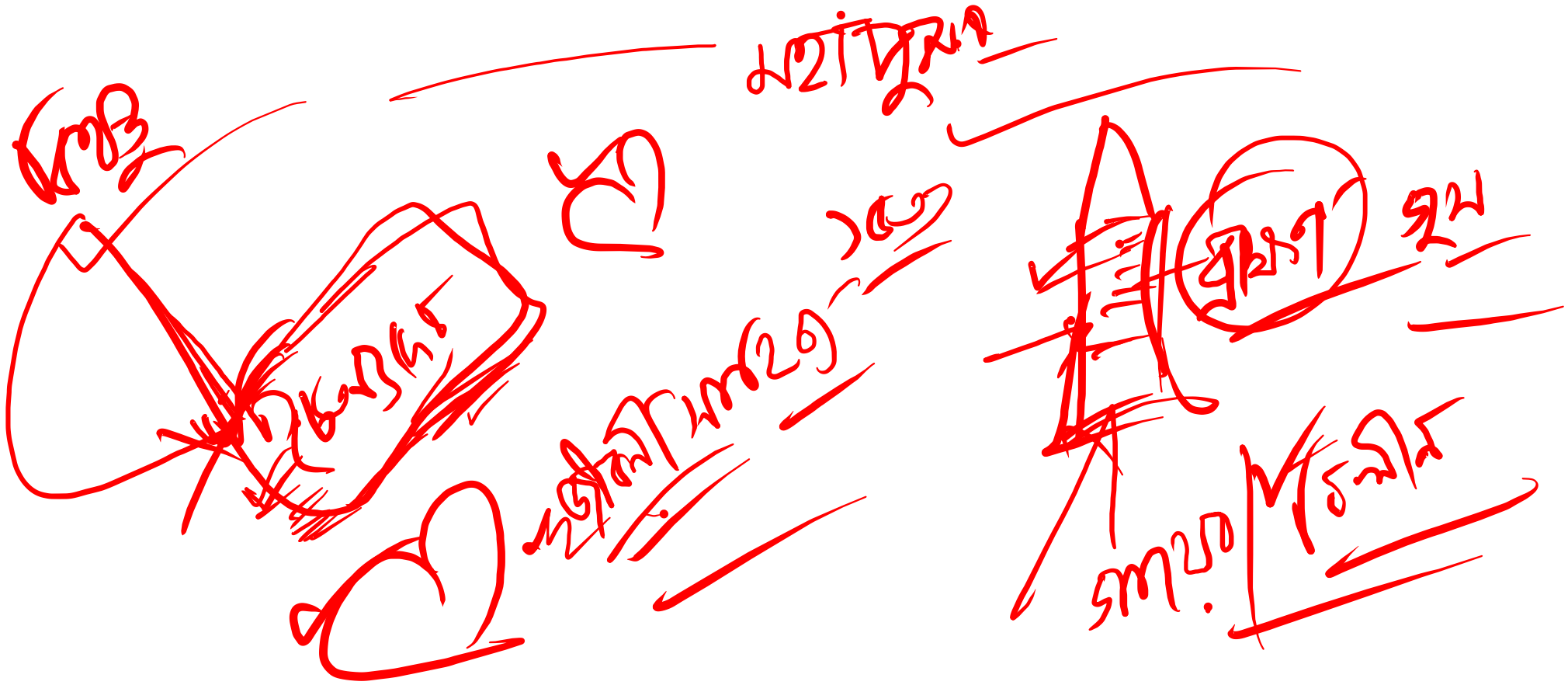

৩ নম্বর.

১ম 1.20

3+1=4 নম্বর

বাক্য

অর্থ লিখ

৫ ×

২নং: ___

(ক) ছো ( )

(খ) ছাগল, ( )

(গ) ফাল. ( )

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লিপিবদ্ধ করুন। [৪০তম বিসিএস]
- চন্দ্রকুমার দে এবং দীনেশচন্দ্র সেনের নাম কেন লোকসাহিত্য প্রেমীর হৃদয়ে চিরদিন জেগে থাকবে? [৩৮তম বিসিএস]
- রোসাঙ্গ-রাজসভা কোথায় অবস্থিত ছিল? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই রাজসভা কেন প্রাসঙ্গিক? [৩৭তম বিসিএস]
- রোমাঞ্চধারার একজন মুসলিম কবির কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন [৩৬তম বিসিএস]
- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য দেবের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- বৈষ্ণব পদাবলি ধারায় বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গ রাজসভার প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়